দৈনিক খবর

তারিখ 07 AUG 1989
পৃষ্ঠা 1 4

01

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা সংক্রান্ত সার্ক কারিগরি কমিটির বৈঠক উদ্বোধন

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহযোগিতার একটি কাঠামো উদ্ভাবনের আহবানের মধ্যদিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সার্ক কারিগরি কমিটির তিন দিনের বৈঠকের উদ্বোধন করেছেন।

বাসস জানায়, তিনি শিক্ষা তথ্য বিনিময়ের জন্যে একটি উপযুক্ত কৌশল প্রণয়ন এবং একটি সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

৩-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা সংক্রান্ত সার্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, শিক্ষা বিভাগের সচিব ও সার্ক কমিটির চেয়ারম্যান হেদায়েত আহমেদ, সার্ক মহাসচিব আবুল এহসান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সচিব আ ন ম ইউসুফ ও শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আতাউল হক বক্তৃতা করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা, বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং অনানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে বৈঠকে ভারত ও শ্রীলংকাসহ সার্ক দেশের ৩২ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন।

শেখ শহীদ বলেন, সামাজিক সচেতনতা থেকেই উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যাশা এবং নেতাদের অঙ্গীকার পূরণ হতে পারে।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি এরশাদের গতিশীল নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশে এই সৌভাগ্য লাভ করেছি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করে শেখ শহীদ বলেন, আশির দশকে প্রাথমিক পর্যায়ে বালিকাদের যোগদানের হার দিল ৪০ ভাগ। বর্তমানে এই হার ৪৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

তিনি বলেন, মহিলা শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষকের ৬০ ভাগ শূন্যপদ পূরণ করার সরকারী নীতির ফলে এই বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

সরকারের ইতিবাচক চিন্তা-চেতনায় প্রধান দাতা সংস্থাগুলোর এগিয়ে আসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৯০-৯৫ সালে আমরা সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের ওপর একটি বড় ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে সমস্যায় ফেলে। তখন ত্রাণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

তিনি বলেন, আমাদের পরিকল্পনার সারবস্তু হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ৯টি প্রধান এলাকার সঙ্গে এটা সংশ্লিষ্ট। যেখানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকরছে।

শেখ শহীদ বলেন, তার সরকার দেশে নিরক্ষতার উচ্চ হারে আঘাত করতে সংকল্পবদ্ধ। নিরক্ষতার বর্তমান হার হচ্ছে ৭০ ভাগ।

তিনি বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের সম্পূরক হিসেবে জনগণকে দক্ষ করে তোলার লক্ষে ব্যাপক ভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন।